গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫, কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বিষয় :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াকৃত ''প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা ২০১৮'' এর খসড়া সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত

রিপোর্ট নম্বর : ১৫২

২৬ মে, ২০১৯

১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াকৃত ''প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা ২০১৮" এর খসড়া **সম্পর্কে**

আইন কমিশনের মতামত :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইন, সংস্থা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার বিগত ০৬/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৫২.০১.০০১.১৮-১৮ স্মারকমূলে প্রেরিত **"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা ২০১৮"**, এর খসড়াটি আইন কমিশন বিশদ পর্যালোচনা করেছে । বিগত ৭.০৫.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের চিঠির প্রেক্ষিতে পর্যালোচনান্তে কমিশন নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করছে:

খসড়ার সাধারণ পর্যালোচনা :

১. তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হল বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা (paramount interest of the disabled person)এবং নীতিমালায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন;

২. **তথ্য-উপাত্ত বলতে কি** বোঝায় তা আইনে বা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক;

৩. তথ্যভান্ডারের তথ্য ব্যবহার অনুমোদনের যোগ্যতা নিরূপনের শর্তাবলী, যথা:

ক. কোন তথ্য, কি সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া যেতে পারে তা নীতিমালায় থাকা প্রয়োজন;

খ. তথ্যসমূহ কি কাজে ব্যবহৃত হবে, বা

খ. কাদের কাছে তা প্রকাশ করা হবে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ৩১ ধারায় কেবল পদ্ধতিগত বিষয়ের বর্ণনা আছে যা অসম্পূর্ণ;

৪. নীতিমালার পরিশিষ্ট-৩ এ 'তথ্য উপাত্ত গ্রহণ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র' সম্পর্কে বর্ননা করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ নীতিমালার অভ্যন্তরে 'তথ্য উপাত্ত গ্রহণ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র ও শর্তাবলী' বিষয়ে কোনো উল্লেখই করা হয়নি। প্রদত্ত বিধান বা শর্তসমূহ আইন, বিধিমালা বা নীতিমালায় ইতোমধ্যে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন; অন্যথায় তা আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হবে না;

৫. ডাটাবেইজ হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তা যথাযথভাবে বজায় রাখার বিষয়ে আইন বা নীতিমালায় কোনো বিধান উল্লেখ করা হয় নি; অথচ পরিশিষ্ট ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এ তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আইন বা নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে এ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং একই সাথে গোপনীয়তার শর্ত লঙ্ঘিত হলে কি প্রতিকার বা শাস্তি হবে তাও আইন, বিধিমালা বা নীতিমালায় উল্লেখ করতে হবে;

৬. তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তা ভঙ্গ বা বেআইনি ভাবে ব্যবহার হলে সমাজসেবা অধিদপ্তর দায়ী থাকবে না -- এইরূপ একটি বক্তব্য পরিশিষ্ট ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ উল্লেখ করা হয়েছে। আইন বা বিধিমালা বা নীতিমালায় এ বিষয়ে কোনো বিধান রাখা হয় নি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়মুক্তির বিষয়টি আইনে বা নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং 'সরল বিশ্বাসে' (*bona fide)* কথাটির উল্লেখ থাকতে হবে; **সরল বিশ্বাসের** অনুপস্থিতিতে দায়মুক্তি পাওয়া যায় না;

৭. **সার্ভিস চার্জ** এর পরিমান যুক্তিসংগত হওয়া প্রয়োজন;

৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার (Right to Privacy) আইন, বিধিমালা বা নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত বিধান দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার সকল ব্যক্তিগত তথ্য (যেমন: মেডিকেল রিপোর্ট) সরকারি বা বেসরকারি বা অন্য কোনো সংস্থার কাছে প্রকাশ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না;

৯. গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে অনুসৃত রীতি অনুসারে আইনে উল্লিখিত ধারাসমূহ উদ্ধৃত করার সময় 'ধারা ৪' নয়, বরং '৪ ধারা' ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

স্বাক্ষরিত
২৬.০৫.২০১৯
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য, আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
২৬.০৫.২০১৯
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান, আইন কমিশন